১২ মার্চ ২০১১

# অধিকার এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ৩য় বার্ষিক মানবাধিকার সংরক্ষকদের সম্মেলন শুরু

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ঢাকার কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটে অধিকার এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ৩য় বার্ষিক মানবাধিকার সংরক্ষকদের সম্মেলন শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার মানবাধিকার সংগঠন দি মে ১৮ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই মানবাধিকার সংগঠকদের সম্মেলনে দেশের ৪০টি জেলার ৫৯ জন মানবাধিকার কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আব্বাস ফয়েজ ও হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এর মিনাক্ষী গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধিকার এর উপদেষ্টা ফরহাদ মজহার এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অধিকার এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান।

মানবাধিকার সংরক্ষকদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আব্বাস ফয়েজ বলেন, যে ব্যাক্তি নিজের এবং অন্যের মানবাধিকার রক্ষার জন্যে কাজ করেন তিনিই মানবাধিকার সংরক্ষক। উদাহরণ হিসবে তিনি বলেন, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, সামাজিক ও সাংস্কৃতি কর্মী, সাধারণ নাগরিক যারা মানবাধিকার রক্ষার জন্যে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ করছেন। তিনি মানবাধিকারের কার্যক্রমকে তিনটি ধাপে ভাগ করেন। এগুলো হচ্ছে গবেষণা, প্রচারাভিযান এবং এ্যাডভোকেসি। এই তিনটি কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষকদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে বলেন তিনি। এছাড়াও এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, এনজিও, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সংগঠন এবং মানবাধিকার কমিশনের কাছে তাদের গবেষণালব্ধ তথ্য তুলে ধরতে বলেন।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এর মিনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, একজন মানবাধিকার কর্মী তৃণমূল পর্যায় থেকে যে তথ্য প্রদান করে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো কাজ করে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেক বেশী, রাষ্ট্র আইন তৈরি করে এবং রাষ্ট্রই মানবাধিকার রক্ষার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু এই রাষ্ট্রই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত তিনটি কারণের কথা বলেন। যেগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, তথ্য আদায় এবং সংশোধন করার জন্যে পুলিশি নির্যাতন চালানো। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কথিত অপরাধীদের হত্যা করা হচ্ছে। অথচ সব মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণের অভাব এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশিক্ষণের অভাব দূর না করে রাষ্ট্র বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ দমনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক অত্যাল্প নিবিড়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জিত হলেও স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তি আজও অর্জিত হয়নি। সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবসত্ত্বার মর্যাদার সমন্বয়কে তিনি মানবাধিকার বলে উল্লেখ করেন। মানবসত্ত্বার প্রতি অমর্যাদাকর সব কিছুই মানবাধিকারের লঙ্ঘন। মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রের শত্রু হতে পারে না, তারা রাষ্ট্র এবং জনগণের বন্ধু।

শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় গুরুতর অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকার করে তিনি বলেন, শিক্ষা এবং চিকিৎসাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। সরকার যে অঙ্গীকারগুলো করে সেগুলো পালিত হয় না। এ কারণেই মানবাধিকার কর্মীদের প্রয়োজন এই প্রশ্নে সোচ্চার হওয়া। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার তাগিদ দেন তিনি। তিনি আরো বলেন, সমাজে মানবাধিকারের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিক হবে 'রাইটস বেজড্ কিন্তু ডিউটি ওরিয়েন্টেড' এবং যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমমর্যাদা থাকবে।

তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার আহবান জানিয়ে বলেন, যদি কোন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা বা নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে হবে। পরে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থাও নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধিকার এর উপদেষ্টা ফরহাদ মজহার বলেন, মানবাধিকার কর্মীদের নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২০০৪ সালে র‌্যাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্যাতনের মাধ্যমে আদায়কৃত তথ্য কিংবা স্বীকারোক্তি কোনটাই আইনসিদ্ধ নয়।

অধিকার এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানবাধিকার সংরক্ষকরা তাঁদের নিজ নিজ জেলার স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষার কাজে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে জানান এবং এইসব চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।